কোরানের আলোকে নারী

যে কোন বিষয়কে ডিফেন্ড করতে হলে তার উপর কিছু মোরাল পাওয়ার ও কন্‌ফিডেন্স থাকতে হবে। যেমন, খ্রীষ্টান স্কলাররা বাইবেলের আন্‌-সায়েন্টিফিক বিষয়গুলো সেভাবে আর ডিফেন্ড করার চেষ্টা করে না। তার কারণ হচ্ছে, বাইবেলের বেশ কিছু বিষয় ইস্‌ট্যাব্‌লিশড্‌ সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট-এর সাথে সরাসরি কন্ট্রাডিক্ট করে (যেমন পৃথিবীর বয়স, পৃথিবীর আকার ও ঘূর্ণন, নূহের মহা-প্লাবন, ইভ্যলুশন ইত্যাদি)। তাছাড়াও বাইবেলে বেশ কিছু গাণিতিক ভুল সহ এমন কিছু অ্যাব্‌জারডিটি (Absurdity) আছে যেগুলো এমনকি ইন্টারপ্রিটেশন-রি-ইন্টারপ্রিটেশন করেও ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। এ জন্যই তারা এই বিষয়গুলোতে পিছু টান নিতে বাধ্য হয়েছে। তারা এখন মূলতঃ বাইবেলের 'মির‍্যাকল' ও 'লাভ' এর উপরই জোর দিয়ে থাকে। আর গালিবল লোকজনও বাইবেলকে সত্যি-সত্যি লাভ-এ ভরপুর বলে বিশ্বাস করা শুরু করেছেন। এমনকি মিজান রহমানের মত একজন অত্যন্ত নামী-দামী লেখক পর্যন্ত একই ভুল করেছেন। কিন্তু তারা মনে হয় জানেন না যে বাইবেলে এমনকি সাধারণ মুরতাদদের জন্য টেম্পোরাল শাস্তি পাথর মেরে মৃত্যুদন্ড! অথচ কোরানে সাধারণ মুরতাদদের জন্য কোনরকম টেম্পোরাল শাস্তিরও বিধান নেই (Who cares about hereafter? Why didn't Muhammad copy this verse from the Bible?)। তারা আরো জানেন না যে, যেখানে স্বয়ং বাইবেলের ঈশ্বরই যীশু খ্রীষ্টকে শূল থেকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে কোরানের ঈশ্বর তাঁকে শূল থেকে রক্ষা করেছেন! তাহলে কোন্‌ ঈশ্বর বেশী লাভেবল ও মার্সিফুল (Please don't take it in shallow sense)? কিছু ইন্টেলিজেন্ট লোকজনের র‍্যাশনালিটি এতটা কম কেন বুঝিনা! যাহোক, বাইবেলে আন্‌-সায়েন্টিফিক ও গাণিতিক ভুল সহ এত বেশী অ্যাব্‌জারডিটি আছে যে, এমনকি যদি ধরেও নেওয়া হয় যে বাইবেল থেকে কোরান কপি করা হয়েছে, তথাপি আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে মুহাম্মদের স্টানিং রিফর্মেশন দেখলে যে কোন সুস্থ মানসিকতার সমালোচকেরও লজ্জায় মাথা নূয়ে আসার কথা! যে যা-ই বলুক না কেন, কোরানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটাই আলাদা। ভবিষ্যতের কথা না হয় ভবিষ্যতের জন্যই তোলা থাক, কোরান ডিফেন্ডারদের এখন পর্যন্তও যথেষ্ঠ মোরাল পাওয়ার ও কন্‌ফিডেন্স আছে বলেই তারা ডিফেন্ড করার চেষ্টা করে। কোরানের অবস্থা বাইবেলের পর্যায়ে গেলে এরাও হয়ত কোরান ডিফেন্ড করা ছেড়ে দিত। সত্য বলতে কি, কোরানের সাথে প্রচলিত-হাদিস ও বাইবেলের প্রায় একই রকম পার্থক্য। এই সত্যটা অনেকেই হয়ত অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। মুষ্টিমেয় কিছু মোল্লা ছাড়া কেহ কি সহজে হাদিস ডিফেন্ড করতে যায়? না, যায় না! তার কারণ হচ্ছে, মানুষ বুঝে গেছে যে, একদিকে যেমন প্রচলিত হাদিস ইসলামের কোন ইন্টিগ্র্যাল পার্ট নয় অন্যদিকে আবার সেগুলো ডিফেন্ড করাও অসম্ভব! তার মানে মানুষ কিন্তু ধীরে-ধীরে বাস্তবতাকে মেনে নিচ্ছে।

সবার লেখাই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পড়ি। মিথ্যে কথা, আউট-অব-কন্‌টেক্সট্‌ ও আয়াতের মধ্যে এক্সট্রা টার্ম গুঁজিয়ে দেওয়া ছাড়া কোরানের সমালোচনা করা একটু কঠিন-ই বৈ কি। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোরানের আলোচনা-সমালোচনা করতে হলে অবশ্যই বাস্তববাদী ও লজিক্যাল হতে হবে, এখানে আবেগের তেমন কোন স্থান নেই। কেহ কেহ হয়ত বলতে পারে, 'ওয়েল, লজিক দিয়ে তো সবকিছুই ডিফেন্ড করা যায়।' না, কথাটা সত্য নয়। লজিক দিয়ে সবকিছু ডিফেন্ড করা যায় না। মোরাল সাহস ও কন্‌ফিডেন্স থাকলে যে কেহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে নারীদের অধিকার (Say) লজিক দিয়ে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করতে পারেন। নিদেনপক্ষে একজন যদি সাহস করে এগিয়ে আসেন সেক্ষেত্রে আমি লজ্জায় কোরানে নারীদের অধিকার ডিফেন্ড করা ছেড়েও দিতে পারি। যদিও আমি কোন কিছু ডিফেন্ড করি না, শুধু মিথ্যে প্রপাগান্ডা ও কোরানের নামে ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে ক্লেয়ারিফাই করারই চেষ্টা করি।

যাহোক, নারীদের বিষয়টা ওয়ার্লড ওয়াইড এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে যেন সবগুলো ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কোরানেই নারীদেরকে সবচেয়ে বেশী ইন্‌সাল্‌ট্‌ করা হয়েছে এবং সবচেয়ে কম অধিকার দেওয়া হয়েছে! অথচ বাস্তবতা কিন্তু ১৭৯ ডিগ্রি অপজিট্‌! প্রকৃতপক্ষে কোরানে নারীদের নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করতে যাওয়া মানে তাদের বরং ছোট করা। কারণ কোরানে নারী-পুরুষদের তো আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়নি। ছিঁটে-ফোটা যে দু-চারটা ওয়ার্লডলি বিষয় আছে সেগুলো রিয়্যালিস্টিক ভিউপয়েন্ট থেকে তেমন কিছুই না। তাছাড়া কোরানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন নারীদের স্পেশাল সম্মান ও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, তেমনি আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের উপরও এক্সট্রা বার্ডেন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেটা অনেকেই হয়ত জানে না। *সুতরাং সবকিছু প্লাস-মাইনাস করে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে যে ন্যাচারাল পার্থক্য আছে সেটা বিবেচনায় রেখে কোরানে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা কিন্তু খুবই কঠিন। কোরানকে একটি ন্যাচারাল ধর্মগ্রন্থ বলেই মনে হয়।*

হিউম্যানিজম

পাঠক, নীচের আয়াতগুলো ওপেন মাইন্ডে পড়ে দেখুন তো, মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়েছে কি না? অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে নারীদের অধিকার তো পরের কথা, তাদের মানুষ হিসেবেই তো গণ্য করা হয়নি! পুরুষরা হচ্ছে দেবতা আর নারীরা হচ্ছে পুরুষদের দাসী-বান্দী-সেবাদাস! পুরুষরা গডের ইমেজ আর নারীরা পুরুষদের ইমেজ! নারীকে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে! ওয়াইফরা তাদের হাজব্যান্ডের কাছে থেকে শিক্ষা নেবে! নারীরা চার্চে যেয়ে চুপ-চাপ থাকবে! ওয়াইফরা তাদের হাজব্যান্ডের প্রতি সাব্‌মিট করবে! নারী শিশু অভিশাপ! মৃত হাজব্যান্ডের সাথে জীবন্ত ওয়াইফকে চিতার আগুনে উঠতে হবে কিন্তু ওয়াইফের সাথে হাজব্যান্ডকে চিতায় উঠতে হবে না! এরকম ডজন-ডজন দেখানো সম্ভব। তার মানে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে পুরুষ ছাড়া নারীদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বই নেই! কোরান-ই সম্ভবতঃ প্রথম (ধর্ম)গ্রন্থ যেটা কিনা নারী-পুরুষকে মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদা দিয়ে নারীদের পক্ষেও অবস্থান নিয়েছে। কোরানের আগে কোন গ্রন্থ নারীদের পক্ষে সেভাবে অবস্থান নিয়েছে কি না জানা নেই। *'পুরুষ মানেই পুরুষের স্বপক্ষে ও নারীদের বিপক্ষে'* - হাজার বছরের এই ট্যাবুকে কোরান-ই সম্ভবতঃ প্রথম ভেঙ্গে দিয়েছে।

4.1: O mankind! Be careful of your duty to your Lord Who created you from a single person and from it created its mate. (নারী-পুরুষ সমান। রেসিজমেরও এ্যাবসলিউট অবলুপ্তি)

30.21: He created for you mates from among yourselves, that ye may dwell in tranquillity with them, and He has put love and mercy between your hearts.

17.70: Verily we have honored the Children of Adam. (রেসিজমের অবলুপ্তি)

3.195: Male or female: Ye are members, one of another. (নারী-পুরুষ সমান)

2.187: They are your garments and ye are their garments. (নারী-পুরুষ সমান)

16.72: GOD has made for you mates and companions of your own nature. (নারী-পুরুষ সমান)

2.228: Women have rights over men similar to those of men over women. (নারী-পুরুষের সমান অধিকার)

49.13: The noblest among you in the sight of GOD is the most righteous. (নারী-পুরুষ সমান। রেসিজমেরও অবলুপ্তি)

4.124: If any do deeds of righteousness,- be they male or female - and have faith, they will enter Heaven, and not the least injustice will be done to them. (নারী-পুরুষ সমান)

16.97: Whoever works righteousness, man or woman, and has Faith, verily, to him will We give a new Life, a life that is good and pure and We will bestow on such their reward according to the best of their actions. (নারী-পুরুষ সমান)

4.32: To men is allotted what they earn, and to women what they earn. (নারী-পুরুষ সমান। নারী ও পুরুষ উভয়কেই কাজ ও টাকা-পয়সা রোজগারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে)

4.19: Ye are forbidden to inherit women against their will. Nor should ye treat them with harshness. Live with them on a footing of kindness and tranquility. (নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না এবং তাদের উপর জোর-জবরদস্তিও করা যাবে না)

49.13: O Mankind! We created you from a single pair of a male and a female, and made you into nations and tribes, that ye may know each other not that ye may despise each other. (রেসিজমের অবলুপ্তি)

2.213: Mankind is naught but a single nation. (রেসিজমের অবলুপ্তি)

Muhammad's last Sermon: All mankind is from Adam and Eve, an Arab has no superiority over a non-Arab nor a non-Arab has any superiority over an Arab; also a white has no superiority over a black nor a black has any superiority over white except by piety and good action. (রেসিজমের এ্যাবসলিউট অবলুপ্তি)

24.4: And those who launch a charge against honorable women, and produce not four witnesses to support their allegations,- flog them (liars) with eighty stripes; and reject their evidence ever after: for such men are wicked transgressors. 24.13: Why did they not bring four witnesses to prove it? When they have not brought the witnesses, such men, in the sight of Allah, (stand forth) themselves as liars! (এখানে লম্পট ও মিথ্যুকদের হাত থেকে নারীদের সম্মান ও মর্যাদাকে প্রোটেকশন দেওয়া হয়েছে)

একটি হাদিস : মা'র পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত। বাবা'র পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত বলা হয় নি কিন্তু! তার মানে এই হাদিস দ্বারা সকল পুরুষ জাতীকে নারীদের পায়ের তলায় স্থান দেওয়া হয়েছে! পুরুষদের জন্য এর চেয়ে বেশী ইন্‌সাল্‌ট্‌ আর কী হতে পারে! অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে এ তো কল্পনারও বাহিরে!

কোরানের মূল তিনটি মেসেজ

(১) শান্তিবাদ (3.85: Nothing will be accepted except PEACE-ISLAM);

(২) মানবতাবাদ (51.56: I have not created jinn and humankind except to serve My creation. 107:1-7, 2:177, 5:32 etc);

(৩) একেশ্বরবাদ (4.48: VERILY, GOD does not forgive the ascribing of divinity to aught beside Him, although He forgives any lesser sin unto whomever He wills)।

কোরানের কোথাও 'নামাজ-রোযা না করার জন্য' বা 'নারী-পুরুষদের সমান-সমান সম্পত্তি দেওয়ার জন্য' বা 'নারীদের মাথার চুল না ঢাকার জন্য' পাপ অথবা শাস্তির কথা লিখা নেই! নামাজ-রোযা করলে ব্যক্তিগত উপকার হতে পারে, কিন্তু না করার জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়নি। অথচ মোল্লারা মূল মেসেজগুলোকে দূরে ঠেলে রেখে কম ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো নিয়েই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মাথা ঘামিয়ে আসছে!

এবার আসা যাক নারীদের ওয়ার্লডলি অধিকার নিয়ে। তার আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট, যেটা অনেকেই বুঝতে চায় না, সেটা হচ্ছে, কোরানে নারীদের যদি সেভাবেই দেখা হতো তাহলে তো নারীরা লজ্জায় কোরান ডিফেন্ড করতেই আসতো না! অথচ বাস্তবতা কিন্তু সম্পূর্ণ উল্‌টো। নারীদের মধ্যে থেকেই কোরান ডিফেন্ড করার জন্য বেশী এগিয়ে আসছে! এই তো সেদিন সাতরং ওয়েব সাইটে লন্ডন প্রবাসী জেনী চৌধুরী কোরানের আলোকে নারীদের পর্দা ডিফেন্ড করে দেখিয়ে দিলেন যে, পর্দার ব্যাপারে পুরুষদের থেকে নারীদেরকেই বরং বেশী ফ্রিডম দেওয়া হয়েছে। আমি নিজেও একই বিষয় অনেক আগেই দেখিয়ে দিয়েছি। আমেরিকা প্রবাসী নাজমা মোস্তফাকেও নারীদের উপর তসলিমা নাসরিনের মন্তব্য খন্ডন করতে দেখা গেল। তাছাড়াও খোদ আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান নারীরাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কোরানের আলোকে তাদের অধিকার ডিফেন্ড করছেন। এর পরও মানুষ অন্ধকারে থেকে যায় কীভাবে!

বোরখা-নিকাব-হিজাব!

ইতোমধ্যে অনেকবার দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোরানে আসলে বোরখার কোন কন্‌সেপ্ট-ই নেই। শুধু তা-ই নয়, একমাত্র বক্ষ-অঞ্চল (Bosoms) ছাড়া পর্দার ব্যাপারে নারীদের পূর্ণ ফ্রিডম দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত চয়েস ছাড়া মুখমন্ডল ও হাত-পা'র নীচের অংশবিশেষ ঢেকে রাখার তো প্রশ্নই আসেনা। কোরানে এমনভাবে ইঙ্গিত দেওয়া আছে যে, এমনকি আমেরিকা-ইউরোপের অনেক নারীও তাদের ড্রেস'কে কোরানের আলোকে ডিফেন্ড করতে পারে (দেখুন: 24.31: They shall not display their adornment *Except* that which is necessary)। এখানে '*Except*' কথাটার মাধ্যমে ফ্রিডম ও ফ্লেক্সিবিলিটি রাখা হয়েছে যেটা দেশ, কাল ও পাত্রভেদে পরিবর্তনশীল হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কোরানে নারী ও পুরুষ উভয়কেই পর্দা (লিটারাল অর্থে কাপড়ের পর্দা নয় কিন্তু) করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (দেখুন: 24:30-31)। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে দেখুন, পুরুষদের আদৌ কোন পর্দার কথা বলা আছে কি না, আর নারীদের পর্দার ব্যাপারেই বা কী লিখা আছে সেটাও দেখুন। সবকিছুই নারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাথা না ঢাকার জন্য বাইবেলে নারীদের যথেষ্ঠ ইন্‌সাল্‌ট্‌ করা হয়েছে! কোরানের সেই আয়াতে (24:31) হিজাবের পরিবর্তে 'খিমার'

ব্যবহার করা হয়েছে। প্রচলিত 'হিজাব' অর্থ হচ্ছে 'Headscarf', আর 'খিমার' অর্থ হচ্ছে 'A piece of cloth (ওড়না? চাদর?)'। সুতরাং হিজাব ও খিমারের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। নীচের বাক্য দুটি লক্ষ্য করুন :

(১) Draw your *Hijab* around your bosoms.
(২) Draw your *Khimar* around your bosoms.

১-নাম্বার বাক্য অনুযায়ী মাথা ঢাকতে হবে, কিন্তু ২-নাম্বার বাক্য অনুযায়ী কেহ মাথা ঢাকতে বাধ্য নহে। আর মুখমন্ডল ঢাকার তো প্রশ্নই আসেনা! মধ্যপ্রাচ্য কালচার, জিউস ও খ্রীষ্টান ট্র্যাডিশন থেকে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে বোরখা ও হিজাবের প্রচলন শুরু হয়েছে। ইসলামের নামে প্রচলিত বোরখা-নিকাব (মুখমন্ডল সহ আপাদমস্তক ঢেকে রাখা!) কোরানের প্রতি ইন্‌সাল্‌ট্‌ ছাড়া আর কিছুই নহে! কোরান কী বলে দেখুন (22.78: GOD has imposed NO difficulties on you in religion. 65.7: GOD puts NO burden on any person beyond what He has given him)। কোরানে নারী ও পুরুষ উভয়কেই Chastity রক্ষার উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেটা খুবই স্বাভাবিক। অন্যান্য বিষয়গুলো একদমই তুচ্ছ। *সত্য বলতে কি, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম সহ মোল্লারাও কিন্তু বোরখা-হিজাব পড়ে! কিন্তু কোন সমালোচকই বলেনা যে তারাও অপ্রেস্‌ড্‌! সমালোচকদের 'দৃষ্টি' শুধুই নারীদের দিকে!*

দু'জন নারী সাক্ষী!

প্রথমতঃ কোরানের কোথাও লিখা নেই যে নারীরা পুরুষদের থেকে ইন্টেলেক্‌চুয়ালি ইন্‌ফেরিয়র (যদিও কেহ কেহ মিথ্যে প্রপাগান্ডা ছড়াচ্ছে), যেটা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে ইঙ্গিত দেওয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ কোরানে *একটিমাত্র* বিষয়ে একজন পুরুষের জায়গায় দু'জন নারী সাক্ষীর কথা বলা আছে, সেটা হচ্ছে ফিন্যানসিয়্যাল বিষয়। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, একজন পুরুষ = দু'জন নারী! এই ভুলটা অনেকেই করে থাকে। সাক্ষী সবসময় একজন নারীই দেবে, অধিকন্তু একজন এক্সট্রা নারীকে পাশে থাকতে বলা হয়েছে এই কারণে যে, আসল সাক্ষী যদি কোন কারণে ভুল করে বসে। এর পেছনে লজিক্যাল কারণ হচ্ছে, কোরানে যেহেতু পুরুষদেরকে ফিন্যানসিয়্যাল বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেহেতু ধরে নেওয়া হয়েছে যে পুরুষরা এ বিষয়ে এক্সপার্ট হবে। এ ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই কিন্তু। একমাত্র ফিন্যানসিয়্যাল বিষয় ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সমান। যে সকল নারীরা ফিন্যানসিয়্যাল বিষয় নিয়ে ডিল্‌ করে তাদের ক্ষেত্রে নিশ্চয় এই আইন প্রযোজ্য হবে না, অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে একজন সাক্ষীই যথেষ্ঠ। তাছাড়াও নারীদের কিছু ন্যাচারাল বিষয় যেমন গর্ভাবস্থা, রজঃস্রাব ইত্যাদিও তো মাথায় রাখতে হবে। গর্ভাবস্থায় ও রজঃস্রাব কালে নারীদের যে কিছু কিছু সমস্যা হয় সেটা তো মেডিক্যালি প্রমাণিত সত্য, যে সমস্যাগুলো পুরুষদের নেই (দেখুন: http://www.turntoislam.com/forum/showthread.php?t=799)। পাঠকদের জন্য দু'জন নারী সাক্ষী বিষয়ে একজন স্কলারের উত্তরও তুলে দেওয়া হলো :

> It is not true that two female witnesses are always considered as equal to only one male witness. It is true ONLY in one case; i.e. financial transactions. There are about five verses in the Qur'an that mention witnesses, without specifying male or female. There is only one verse in the Qur'an, that says two female witnesses are equal to one male witness. This verse is Surah Baqarah, chapter 2 verse 282. This is the longest verse in the Qur'an and deals with financial transactions. It says:
>
> "Oh! ye who believe! When ye deal with each other, in transactions involving future obligation in a fixed period of time reduce them to writing and get two witnesses out of your own men and if there are not two men, then a man and two women, such as ye choose, for witnesses so that if one of them errs the other can remind her." [Al-Qur'an 2:282]
>
> This verse of the Qur'an deals only with financial transactions. In such cases, it is advised to make an agreement in writing between the parties and take two witnesses, preferably both of which should be men only. In case you cannot find two men, then one man and two women would suffice.
>
> For instance, suppose a person wants to undergo an operation for a particular ailment. To confirm the treatment, he would prefer taking references from two qualified surgeons. In case he is unable to find two surgeons, his second option would be one surgeon and two general practitioners who are plain MBBS doctors.

Similarly in financial transactions, two men are preferred. Islam expects men to be the breadwinners of their families. Since financial responsibility is shouldered by men, they are expected to be well versed in financial transactions as compared to women. As a second option, the witness can be one man and two women, so that if one of the women errs the other can remind her. The Arabic word used in the Qur'an is '*Tazil*' which means 'confused' or 'to err'. Many have wrongly translated this word as 'to forget'. Thus financial transactions constitute the only case in which two female witnesses are equal to one male witness.

However, some scholars are of the opinion that the feminine attitude can also have an effect on the witness in a murder case. In such circumstances a woman is more terrified as compared to a man. Due to her emotional condition she can get confused. Therefore, according to some jurists, even in cases of murder, two female witnesses are equivalent to one male witness. In all other cases, one female witness is equivalent to one male witness. There are about five verses in the Qur'an which speak about witnesses without specifying man or woman [5:106, 65:2, 24:4, 24:6].

Hazrat Ayesha (RA) hadith narrated of one witness.

The seeming inequality of male and female witnesses in financial transactions is not due to any inequality of the sexes in Islam. It is only due to the different natures and roles of men and women in society as envisaged by Islam.

মাসিক রজঃস্রাব একটি রোগ!

আয়াতটা (2:222) অনেক লম্বা হওয়াতে প্রথম অংশ কোট করা হলো। এক সমালোচক পিকথালের অনুবাদ থেকে কোট করে 'Illness' এর অর্থ 'রোগ (Disease)' বানিয়ে দিয়ে কোরানকে শুধু আন্-সায়েন্টিফিক বলেই ক্ষান্ত হয়নি, সেই সাথে মাতালের মত উলটা-পালটা অনেক কিছুই বলেছেন। অথচ 'Illness' এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'অসুস্থতা'। 'রোগ' আর 'অসুস্থতা' কি এক হতে পারে? পাঠক, নীচের সবগুলো অনুবাদের বোল্ড্ অংশ সহ পুরো আয়াতটা ভাল করে পড়ে দেখুন। সেখানে একমাত্র পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার (Neat and clean, Hygienic) কথাই বলা হয়েছে, অন্য কিছু নয় কিন্তু।

Yusuf Ali: They ask thee concerning women's courses. Say: They are a **hurt and a pollution**: So keep away from women in their courses, and do not approach them **until they are clean**.

Asad: AND THEY will ask thee about [woman's] monthly courses. Say: It is a **vulnerable condition**. Keep, therefore, aloof from women during their monthly courses, and do not draw near unto them **until they are cleansed**.

QXP: They ask you about women's courses. Say: It is an **inconvenient condition**. So keep away from intimacy with them during their courses.

George Sale: They will ask thee also, concerning the courses of women: Answer, they are a **pollution**: Therefore separate your selves from women in their courses, and go not near them, **until they be cleansed**.

Maulana Ali: And they ask thee about menstruation. Say: It is **harmful**; so keep aloof from women during menstrual discharge and go not near them **until they are clean**.

Pickthal: They question thee (O Muhammad) concerning menstruation. Say: It is an **illness**, so let women alone at such times and go not in unto them **till they are cleansed**.

পিকথালের অনুবাদে 'Illness' শব্দটা দেখেই মাতাল হয়ে 'Disease' বানিয়ে দেওয়া হয়েছে! কিন্তু তার পরে সবগুলো অনুবাদেই যে 'Until they are clean' লিখা আছে সেটা দেখার আর প্রয়োজন বোধ করেনি! 'Disease' আবার 'Clean' করা যায় নাকি? মাতলামো আর কারে কয়! নাম উল্লেখ না করে এই আয়াতের উপর সেই সমালোচকের কমেন্ট নীচে তুলে দিচ্ছি। দেখুন, তার নিজস্ব রোগ ও 'উর্বর' মন-মানসিকতা ধরতে পারেন কি না; অথবা ফ্যানাটিক মোল্লাদের থেকে এই লোকের মন-মানসিকতা কোন দিক দিয়ে উর্বর কি না।

"This verse is not only completely unscientific; but also a gross insult to all the women of the world. How do the millions of working women feel when they see this divine message! There can be no message more misogynist than this verse from the Quran. This verse literally means that all our mothers, sisters and wives suffer from permanent disease. The natural corollary of this verse will be that when a woman reaches menopause (that is her menstruation ceases) she becomes disease free! Since a woman reaches her menopause between 55 to 60 years of age, doesn't this mean that when a woman reaches her old age she is cured of her permanent illness that afflicted her when she reached her puberty. What a weird logic!"

ওয়াইফদের দিব্বি পেটানো যাবে!

প্রায় সকলেই কোরানের এই আয়াতের (4:34) শেষ অংশ কোট করে বলে যে, কোরানে ওয়াইফদের অযথায় পেটাতে বলেছে! ছি! ছি! ছি! কিন্তু তারা যেমন পুরো আয়াতটা পড়ে না, তেমনি আবার কোরানে এরকম একটি কথা কেন লিখা আছে সে বিষয়ে নিজেদের প্রশ্নও করে না। কোন কারণ ছাড়াই কি কাউকে পেটানোর কথা বলা থাকতে পারে? পাগোল নাকি! নিশ্চয় ভ্যালিড কোন কারণ থাকতে হবে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ইংরেজীতে দুটি মেইল সকল ফোরামেই পোস্ট করা হয়েছে। আশা করি সবায় পড়ে থাকবেন। ধর্ম-বর্ণ-আস্তিক-নাস্তিক-দেশ-কাল নির্বিশেষে সকল সমাজেই কম-বেশী নারীদের পেটানো হয়। এই কমন ফিনমিন্যান'কে কোরানে একটি পজেটিভ থেরাপি হিসেবে ব্যবহার করে পরিবারের আভ্যন্তরিন সমস্যার সম্ভাব্য একটি সমাধান দেওয়া হয়েছে। তবে 'পেটানো'কে শেষ থেরাপি হিসেবে রাখা হয়েছে। তার আগে দুই-স্টেপ থেরাপির কথা বলা হয়েছে (তার মানে পেটানো'কে এনকারেজ করা হয়নি নিশ্চয়)। এই তিন-স্টেপ থেরাপি ফেল করলে পরের আয়াতে (4:35) চতুর্থ একটি সমাধান দেওয়া হয়েছে। সবগুলো থেরাপি ও সমাধান ফেল করলে একমাত্র বিচ্ছেদ ছাড়া আর কী-ই বা থাকতে পারে? কোরানের এই স্টেপগুলো এতটাই ন্যাচারাল যে, ধর্ম-বর্ণ-আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে অনেকেই কিন্তু প্রয়োজনে ঠিকই এ্যাপ্লায় করে! অথচ এই কমন ফিনমিন্যান কোরানে লিখা থাকাতে কারো কারো চোখ যেন লজ্জায় অন্ধ হয়ে যায়!

4.34: Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband's) absence what Allah would have them guard. **As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct**, **admonish them (first)**, **(Next), refuse to share their beds**, **(And last) beat them (lightly)**; but if they return to obedience, seek not against them Means (of annoyance).

4.35: If ye fear a breach between them twain, appoint (two) arbiters, one from his family, and the other from hers; if they wish for peace.

যাহোক, পরবর্তীতে এ বিষয়ে আমি কিছু ফিডব্যাক পেয়েছি। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, এই আয়াতে যে আরবি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সে অনুযায়ী 'Beat them' ছাড়াও আরো কিছু অর্থ আছে, যেমন 'Leave them', 'Condemn them', 'Chastise them', 'Ignore them', 'Go along with them' ইত্যাদি। এমনকি দু-তিন জন অনুবাদক তাদের অনুবাদে 'Chastise them' লিখেছেনও। অনুবাদকরা যদি আগে থেকে জানতেন যে, লোকজন এই ইসু নিয়ে মশা মারতে কামান দাগাবে তাহলে তারা হয়ত দেখে-শুনে এরকম একটি টার্ম-ই বসিয়ে দিতেন। সেক্ষেত্রে কারো মুখ খোলার-ই কিন্তু সুযোগ থাকতো না! অনুবাদকদের দূর্ভাগ্যই বলতে হবে! একই এ্যারাবিক শব্দের একাধিক অর্থ থেকে থাকলে কোরানকে কিন্তু দোষ দেওয়া যাবে না। কারণ কোরানে 'Leave them' অথবা 'Go along with them' ও বুঝানো হতে পারে, তাই না? কমনসেন্স কী বলে?

কেহ কেহ আবার বলে থাকে ইউসুফ আলী নাকি লজ্জা পেয়ে ব্র্যাকেটের মধ্যে 'Lightly' কথাটা লিখেছেন! ভাবখানা যেন এমন, ইউসুফ আলী দয়া-পরবস হয়ে ব্র্যাকেটে 'Lightly' কথাটা না লিখলে 'জন্তু-জানোয়াররা' তাদের ওয়াইফদের ধরে 'Heavily' পেটাত! অর্থাৎ ইউসুফ আলী কোরানের টায়র‍্যানি থেকে নারীদের বাঁচিয়েছেন! মানুষের 'সুস্থ' চিন্তা-ভাবনা দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়! কেহ কেহ আবার এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে 'জন্তু-জানোয়াররা' তাদের ওয়াইফদের কীভাবে ট্রিট্ করতে পারে তার উন্মাদ তফসিরও ফরমাইয়াছেন। কথা হচ্ছে, সবায় তো আর তাদের মত অসুস্থ না। তারাই বা তাদের ওয়াইফদের কীভাবে ট্রিট্ করে কে জানে! তাদের উন্মাদ তফসির গোপনে-

গোপনে তারা নিজেরাই হয়ত এ্যাপ্লায় করে! তাছাড়া তাদের মত কম-বেশী ইনসেন তো সকল সমাজেই আছে। এক অর্থে কোরান ফলো করে *প্রয়োজনে* ওয়াইফদের পেটানোর মধ্যে লজিক আছে (কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করছে), কিন্তু কোরান ফলো না করেও যারা ওয়াইফদের পেটায় তারা তো একদমই ইনসেন! এই আয়াতের উপরও একই সমালোচকের কমেন্ট তুলে দিচ্ছি। তার মন-মানসিকতা বিচারের ভার সবার উপরই ছেড়ে দেওয়া হলো।

> "What goes on a child's mind when he/she watches his/her beloved mother is beaten mercilessly by the child's own father? The experience is extremely disturbing. But what is more disturbing is that when he grows up and finds that what his/her father did to his/her dearest mum was really inspired by the Quran. In the translation of the above verse the word 'lightly' was added by the translator YusufAli. The original verse does not contain any such (lightly) word. YusufAli was so embarrassed that he added the word 'lightly' to make the verse a bit civilized. In the above verse Islam has sealed the fate of women. They are an object to be used as desired and if necessary should be subjected to corporal punishment if she refuses any whim and fancy of her owner. She has very little chance to escape from the tyranny of a religious bigot and a cruel person."

নারীরা শষ্যক্ষেত্র!

2:223

Khalifa - Your women are the bearers of your seed.

H/K/Saheeh - Your wives are a place of sowing of seed for you.

Qaribullah - Women are your planting place for children.

QXP - Your women are the guardians of your future generations, just as a garden keeps the seeds and turns them into flowering plants.

YusufAli - Your wives are as a tilth unto you.

একজন লেখক কিছুটা কৌতুক আকারে একটি উদাহরণের মাধ্যমে শষ্যক্ষেত্রের লজিক্যাল একটি জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

> I shall leave Islam if anyone can prove that 'sperm' can be injected by a female into a male as well. Since it is a one way process, a man cannot be called a tilth of a woman (Or have you seen some?). The parable of tilth is simple as this:
>
> 1. A tilth is barren
> 2. You water it
> 3. You wait for a designated time period
> 4. It yields crops
>
> As for women (generally):
>
> 1. Women are virgin
> 2. Men inject semen
> 3. They wait for a designated time period
> 4. Women give birth
>
> Do you want the parable inverted or to be used for men? Like this:
>
> 1. Men are virgin
> 2. Women inject semen (?)
> 3. They wait for a designated time period (!)
> 4. Men give birth ☻
>
> Is it anything more than a ridicule?

আয়াতটাতে প্রকৃতপক্ষে কী বুঝাতে চাওয়া হয়েছে সেটা যে কোন ম্যাচিউর্‌ড্‌ মানুষের-ই বোঝার কথা। নারী ও পুরুষকে একটি ন্যাচারাল সিস্টেমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এরকম একটি ন্যাচারাল উদাহরণ (Parable)'কে যারা নোংড়া দৃষ্টিকোণ থেকে দ্যাখে তাদের মন-মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। নাকি উদাহরণটা কোরানে আছে বলে 'নোংড়া' হয়ে গেছে, কিন্তু কোন সাহিত্যের গ্রন্থে থাকলে সেটা হতো 'ফাইন আর্ট'! ধার্মিক-অধার্মিক নির্বিশেষে সবায় কিন্তু তাদের ওয়াইফদের 'tilth' হিসেবে ব্যবহার করে ইচ্ছেমত শষ্য (সন্তান?) ফলাচ্ছে! অথচ কোরানের ক্ষেত্রে কারো কারো যেন লজ্জার সীমা নেই! এই ন্যাচারাল সিস্টেমকে এড়িয়ে যেতে হলে সাধু-সন্ন্যাসী জীবন (Monasticism) যাপন ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই কিন্তু! আগেই বলেছি, কোরানের ক্ষেত্রে রিয়্যালিস্টিক মাইন্ডেড হতে হবে। একই সমালোচকের কমেন্ট দেখুন :

"This sura clearly says what a woman is all about. Yes, she is nothing but a paddy field to grow paddy."

এ প্রসঙ্গে এক লেখা থেকে নোয়াখালির সেই বিখ্যাত প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকের কথা মনে পড়ে গেল!

কবি বলেন

ফুটিয়াছে সরোবরে কমর নিকর
কী আশ্চর্য ধরিয়াছে শোভা মনোহর!

নোয়াখালির স্কুল শিক্ষকের অনুবাদ

হইখে হইদ্দ হুল্‌ হুইট্যা/ব্যাট্‌কাইয়া রইছে! ক্যান্‌ তাজ্জব! ক্যান্‌ তাজ্জব! জাউরা মালাউনের মনোহর ছ্যারা শোভা মা'রে জড়াইয়া ধইচ্ছে! তোবা! তোবা! আস্তাগ ফেরুল্লাহ্‌ মিন জালেক!

নারীদের অর্ধেক সম্পত্তি!

কোরানের কোথাও বলা নেই যে, নারী ও পুরুষদের সমান-সমান সম্পত্তি দিলে পাপ হবে অথবা আল্লাহ মাইন্ড করবে! সবকিছু বিবেচনা করে একটি আইন দিয়ে রাখা হয়েছে। তার মানে এই না যে, এই আইন সংশোধন করা যাবে না, বা কেহ ইচ্ছে করলে নারীদের সমান সম্পত্তি দিতে পারবে না! প্রশ্ন হচ্ছে, যারা এই আইনের সমালোচনা করে তারাই বা তাদের নারীদের সমান সম্পত্তি দেয় কি না? দু-এক জন কি কাগজে-কলমে প্রমাণ সহ দেখিয়ে দিতে পারবেন? সমালোচনা করা যতটা সহজ, নিজে সেটা ইম্‌প্লিমেন্ট করা ততটাই কিন্তু কঠিন!

কোরানে নারী ও পুরুষ উভয়কেই কাজ ও টাকা-পয়সা রোজগার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (দেখুন: 4.32: To men is allotted what they earn, and to women what they earn)। অথচ পরিবারের সকল প্রকার ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব শুধু পুরুষদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে (দেখুন: 4.34: Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more strength than the other, and because they support them from their means)! অর্থাৎ নারীরা যা রোজগার করবে সেটা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি, কিন্তু পুরুষদের রোজগার থেকে সংসারের সকল প্রকার খরচ বহন করতে হবে। নারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম, 'My one is mine and your one is mine too!' নারীদেরকে কি এখানে স্পেশাল সুবিধা দেওয়া হলো না? পরিবারের সকল প্রকার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যদি নারীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হতো সেক্ষেত্রে তো সমালোচকদের সারা জীবনের ঘুম-ই হারাম হয়ে যেত! শুধু তাই নয়, এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদের পরও নারীদের ভরণ-পোষণের ভার পুরুষদের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে (দেখুন: 2.241: For divorced women maintenance should be provided on a reasonable scale. This is a duty on the righteous)! বিবাহ বিচ্ছেদের পরও পুরুষদের উপর এই এক্সট্রা বার্ডেন কেন? নারীদেরও বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে (দেখুন: 4:128, 2:229, 2:231, 4:19)। বিধবাদের জন্যই বা কী বলা আছে সেটাও দেখুন (2.240: Those of you who die and leave widows should bequeath for their widows a year's maintenance and

residence)। ধরা যাক, বিয়ের পর-পরই কারো স্বামী মারা গেল। অন্যান্য ধর্ম অনুযায়ী সেই নারীকে হয় মৃত স্বামীর চিতায় উঠতে হবে অথবা দূর্বিসহ একা জীবন কাটাতে হবে! কোরানে বিধবাদেরও বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (দেখুন: 2:232-237)। স্পেশাল সুযোগ-সুবিধা তো দূরে থাক, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে নারীদের তেমন কোন সুযোগ-সুবিধাই তো দেওয়া হয় নি! যাহোক, কোরানে নারীর অর্ধেক সম্পত্তি বিষয়ে একজন স্কলারের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো :

The Glorious Qur'an contains specific and detailed guidance regarding the division of the inherited wealth, among the rightful beneficiaries. There are three verses in the Qur'an that broadly describe the share of close relatives i.e. Surah Nisah chapter 4 verses 11, 12 and 176. The translation of these verses are as follows:

"Allah (swt) (thus) directs you as regards your children's (inheritance): to the male, a portion equal to that of two females, if only daughters, two or more, their share is two-thirds of the inheritance; If only one, her share is a half.

For parents, a sixth share of the inheritance to each, if the deceased left children; If no children, and the parents are the (only) heirs, the mother has a third; if the deceased left brothers (or sisters) the mother has a sixth. (The distribution in all cases is) after the payment of legacies and debts. Ye know not whether your parents or your children are nearest to you in benefit. These are settled portions ordained by Allah; and Allah is All-Knowing, All-Wise.

In what your wives leave, your share is half. If they leave no child; but if they leave a child, ye get a fourth; after payment of legacies and debts. In what ye leave, their share is a fourth, if ye leave no child; but if ye leave a child, they get an eight; after payment of legacies and debts. If the man or woman whose inheritance is in question, has left neither ascendants nor descendants, but has left a brother or a sister, each one of the two gets a sixth; but if more than two, they share in a third; after payment of legacies and debts; so that no loss is caused (to anyone). Thus it is ordained by Allah; and Allah is All-Knowing Most Forbearing" [Al-Qur'an 4:11-12]

"They ask thee for a legal decision. Say: Allah directs (them) about those who leave no descendants or ascendants as heirs. If it is a man that dies, leaving a sister but no child, she shall have half the inheritance. If (such a deceased was) a woman who left no child, Her brother takes her inheritance. If there are two sisters, they shall have two thirds of the inheritance (between them). If there are brothers and sisters, (they share), the male having twice the share of the female. Thus doth Allah (swt) makes clear to you (His knowledge of all things)." [Al-Qur'an 4:176]

In most of the cases, a woman inherits half of what her male counterpart inherits. However, this is not always the case. In case the deceased has left no ascendant or descendent but has left the uterine brother and sister, each of the two inherits one sixth. If the deceased has left children, both the parents that is mother and father get an equal share and inherit one sixth each. In certain cases, a woman can also inherit a share that is double that of the male. If the deceased is a woman who has left no children, brothers or sisters and is survived only by her husband, mother and father, the husband inherits half the property while the mother inherits one third and the father the remaining one sixth. In this particular case, the mother inherits a share that is double that of the father. It is true that as a general rule, in most cases, the female inherits a share that is half that of the male. For instance in the following cases:

1. Daughter inherits half of what the son inherits.
2. Wife inherits 1/8th and husband 1/4th if the deceased has no children.
3. Wife inherits 1/4th and husband 1/2 if the deceased has children
4. If the deceased has no ascendant or descendent, the sister inherits a share that is half that of the brother.

In Islam a woman has no financial obligation and the economical responsibility lies on the shoulders of the man. Before a woman is married it is the duty of the father or brother to look after the lodging, boarding, clothing and other financial requirements of the woman. After she is married it is the duty of the husband or the son. Islam holds the man financially responsible for fulfilling the needs of his family. In order to do be able to fulfill the responsibility the men get double the share of the

inheritance. For example, if a man dies leaving about Rs. 150,000, for the children (i.e. one son and one daughter) the son inherits Rs. 100,000 and the daughter only Rs. 50,000. Out of the one hundred thousand which the son inherits, as his duty towards his family, he may have to spend on them almost the entire amount or say about eighty thousand and thus he has a small percentage of inheritance, say about twenty thousand, left for himself. On the other hand, the daughter, who inherits fifty thousand is not bound to spend a single penny on anybody. She can keep the entire amount for herself. Would you prefer inheriting Rs. 100,000 and spending Rs. 80,000 from it, or inheriting Rs. 50,000 and having the entire amount to yourself?

চার বিবি দিব্বি রাখা যাবে!

কোরান-ই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে সরাসরি লিখা আছে, 'Marry only one (4:3).' ইতোমধ্যে বিভিন্ন জনের লেখা থেকে সবায় মনে হয় জেনে গেছেন যে, এই আয়াতে দুই, তিন ও চার বিবি বলতে ঠিক 'কাদের' এবং 'কোন্ প্রেক্ষাপট' বুঝানো হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল স্কলার-ই একমত্ যে, এই আয়াতে স্বাভাবিক প্রেক্ষাপট ও সকল নারীদের বুঝানো হয়নি। এখানে শুধু যুদ্ধবন্দি এতিম ও বিধবা নারীদের বুঝানো হয়েছে। এই আয়াতে আসলে এতিম ও বিধবাদের মোরাল সাপোর্ট-ই দেওয়া হয়েছে। একজন স্কলারের ব্যাখ্যাও তুলে ধরা হলো :

Because people usually interpret it through the Sunni lens, verse 4:3 has been the source of much controversy. Now let's see if we can correctly interpret it with our new understanding:

4.3: And if you feared that you will not be equitable in the orphans, so marry those who consented to you from the women two (widows), three (widows), and four (widows). If you feared that you will not be just, so one (widow) or that who your oath possessed/(engaged to you), this is closer to you not incurring hardship.

One of the difficulties that made the Sunni interpretation illogical is the logical operator "or" before "ma malakat aymanukum." It just didn't make much sense to be able to marry either one to four women on the one hand, or captives of war on the other hand. Also, the Sunni interpreters conveniently ignored the first part of the verse which specifically limits the ability to marry more than one woman to the case where orphans are involved, i.e. those women can only be widows. Since widows have been married before, they are considered self-protected and they don't have to get engaged before getting married. The logical operator "or" now makes sense because it gives the choice between marrying one self-protected woman where the oath of engagement is not required or one family-protected woman where the oath of engagement is mandatory.

আশা করি সবায় বুঝতে পেরেছেন। এবার 'দুই, তিন ও চার বিবি' বিষয়টাকে লজিক্যাল ভিউপয়েন্ট থেকে দেখা যাক। এই আয়াত প্রকৃতপক্ষে পুরুষ নাকি নারীদের সুবিধা করে দিয়েছে? ধরা যাক, একটি দেশে কোন কারণে পুরুষ থেকে নারীর সংখ্যা চার গুণ হলো। সেক্স বিষয়টাকে এক পাশে রেখেও এই আয়াত অনুযায়ী ইচ্ছে করলে প্রত্যেকটি নারীই নিদেনপক্ষে স্বামীর ন্যাচারাল সাহচর্য, হেল্প ও মোরাল সাপোর্ট পেতে পারে। এবার যদি পুরুষের সংখ্যা চার গুণ হয়, তাহলে কী হবে? এক্ষেত্রে কিন্তু তিন-চতুর্থাংশ পুরুষ কোন নারীর সাহচর্য-ই পাবে না! লজিক্যালি ও মোরালি নারীদেরকেই কি তাহলে সুবিধা দেওয়া হলো না? আগেই বলেছি, কোরানের সমালোচনা করা অতটা সহজ নয়! এবার কিন্তু আয়াতটা সমালোচকদের দিকেই বুমেরাং হয়ে ধেয়ে যাওয়ার কথা! একাধিক স্বামীর অনুমতি না থাকার সবচেয়ে বড় লজিক্যাল ও মোরাল কারণ হচ্ছে সন্তানের পরিচিতি নিয়ে। তাছাড়াও অনেক সমস্যা রয়ে গেছে। কোন্ স্বামী আগে সন্তান নেবে? কোন্ স্বামী পরে সন্তান নেবে? ক'জন মানুষ মডার্ন টেকনোলজি ব্যবহার করে 'পিতা' নিশ্চিৎ করতে পারবে? পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে সবায় পিতার অধিকার দাবী করবে কিন্তু নারী সন্তানের ক্ষেত্রে একবার ভেবে দেখুন! সন্তানের উপর একাধিক পিতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে একে অপরের মধ্যে প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে যাবে এবং সেই সাথে টেকনোলজির মধ্যেও অসৎ পন্থা ঢুকে যাবে! তারপরও কেহই ১০০% নিশ্চিৎ হতে পারবে না! যার ফলে পরিবারের মধ্যে সবসময় মানসিক অশান্তি বিরাজ করাটাই স্বাভাবিক।

যুদ্ধ বন্দি নারীদের সাথে দিব্বি সেক্স করা যাবে!

কোরানে এমন কোন আয়াত নেই যেখানে বলা আছে, 'কোরানের সকল আয়াত সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য।' বরঞ্চ অনেক আয়াতেই কমনসেন্স এ্যাপ্লায় করতে বলা হয়েছে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এই আয়াতের (4:24) কোন গুরুত্ব নেই বলেই মনে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে আবার নিয়ম-কানুন বা মোরালিটি বলে কিছু থাকে না কি? তথাপি এই আয়াতে কিছু নিয়ম-কানুনও দেওয়া আছে। তাছাড়া কোরানে সেক্স-এর কথা শুনলে কারো কারো মুখমন্ডল লজ্জায় কামরাঙ্গা হয়ে যায় কেন সেটাও কিন্তু বোঝা যায় না! সাধু-দরবেশ নাকি! নাকি তারা নতুন করে মোরালিটির উপর রেভিলেশন পেয়েছেন, যেখানে যুদ্ধ বন্দি নারীদের সাথে সেক্স হারাম ঘোষণা করা হয়েছে! এই মহাবিশ্বের যদি কোন ঈশ্বর-ই না থাকে সেক্ষেত্রে আবার হালাল-হারাম ও মোরালিটির প্রশ্নই বা আসে কোন্ গ্রহ থেকে? কে এই হালাল-হারাম ও মোরালিটি নির্ধারণ করবে, যেহেতু ঈশ্বরের অনুপস্থিতিতে প্রত্যেকেই একেকজন স্বঘোষিত 'গড'? লোকজন এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা বেমালুম চেপে যেয়ে মোরালিটি ইসু নিয়ে এসে দিব্বি সমালোচনা করে বেড়ায়!

যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো সেগুলোর প্রায় সবই ধর্ম-বর্ণ-আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সকল সমাজেরই কম-বেশী কমন ও ন্যাচারাল ফিনমিন্যান।

কিছু লোক উন্নত বিশ্বের মাটিতে পা দিয়ে বাংগালের দশ তলা বিল্ডিং দেখার মতো করছে। বাংলাদেশের আসে পাশে একটি সভ্য দেশের উদাহরণ দিতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই ইন্ডিয়ার নাম চলে আসে। ফিমেল ইন্‌ফ্যান্টিসাইড নাকি ১৪০০ বছর আগে অন্ধকার যুগের একমাত্র এ্যারাব প্যাগানদের-ই কালচার! এ্যারাব প্যাগানরা ছাড়া নাকি বাদ বাকি সকল জাতী সভ্য ছিলো! সুতরাং মুহাম্মদের ফিমেল ইন্‌ফ্যান্টিসাইড বিলুপ্তিকরণ (দেখুন: 16:58-59, 81:8-9) নাকি সেই অন্ধকার যুগের এ্যারাব প্যাগানদের জন্যই শুধু প্রযোজ্য! অথচ এই একবিংশ শতাব্দীতেও ইন্ডিয়ার মত সভ্য দেশেও প্রতি বছর হাজার-হাজার ফিমেল ইন্‌ফ্যান্টিসাইড কেস ডিটেক্ট করা হচ্ছে (কোন্ কালচার ও ধর্মগ্রন্থ থেকে এসেছে?)! এই একবিংশ শতাব্দীতেও ইন্ডিয়ার মত সভ্য দেশেও বিধবাদের মৃত স্বামীর সাথে চিতার আগুনে উঠতে হচ্ছে (এমনকি মাত্র কয়েকদিন আগের ইত্তেফাকের খবর। কোন্ কালচার ও ধর্মগ্রন্থ থেকে এসেছে?)! এই একবিংশ শতাব্দীতেও যেখানে ইন্ডিয়ার মত সভ্য দেশেও যৌতুকের জন্য অনেক নারীর বিয়েই হচ্ছে না, প্রতি বছর হাজার-হাজার নারীকে নির্যাতিত হতে হচ্ছে, এমনকি টর্চারের জ্বালায় আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে হচ্ছে (কোন্ কালচার ও ধর্মগ্রন্থ থেকে এসেছে?); সেখানে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে মুহাম্মদ কী বলেছেন দেখুন (4.4: And give the women, whom ye marry, their dower as a *free gift*)! এই একবিংশ শতাব্দীতেও যেখানে অনেক সভ্য দেশেও অত্যন্ত অমানবিক কাস্ট ও বর্ণবাদ প্রথা চালু আছে (কোন্ কালচার ও ধর্মগ্রন্থ থেকে এসেছে?), সেখানে ১৪০০ বছর আগেই মুহাম্মদ সেই অমানবিক প্রথাগুলোকে চিরতরে মূলোৎপাটনের ঘোষণা দিয়ে গেছেন (প্রথম দিকের আয়াতগুলো দ্রষ্টব্য)! এর পরও মুহাম্মদের দৌড় নাকি সপ্তম শতাব্দীর সেই অন্ধকার প্যাগান যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই শতাব্দীতে নাকি মুহাম্মদের নাম মুখে নেওয়াটাও হারাম!

আমেরিকান নারীদের মোটামুটি একটা চিত্র পেতে হলে Joanna Francis নামে এক আমেরিকান খ্রীষ্টান মহিলার লেখা এই আর্টিকলটা পড়ে নিতে পারেন। আর্টিকল থেকে এখানে কয়েক লাইন কোট করা হলো (http://crescentandcross.com/index.php?page=articles&author=joanna_francis&subpage1=sisters1):

> "We Western women have been brainwashed into thinking that you Muslim women are oppressed. But truly, we are the ones who are oppressed; slaves to fashions that degrade us, obsessed with our weight, begging for love from men who do not want to grow up. Deep down inside, we know that we have been cheated. We secretly admire and envy you, although some of us will not admit it."
>
> "We American women have been fooled into believing that we are happiest having careers, our own homes in which to live alone, and freedom to give our love away to whomever we choose. That is not freedom. And that is not love."
>
> "They will try to tempt you with their titillating movies and music videos, falsely portraying us American women as happy and satisfied, proud of dressing like prostitutes, and content without families. Most of us are not happy, trust me. Millions of us are on anti-depressant medication, hate our jobs, and cry at night over the men who told us they loved us, then greedily used us and walked away."
>
> "I notice that some Muslim women push the limit and try to be as Western as possible. Why imitate women who already regret, or will soon regret, their lost virtue?"

আগ্রহী পাঠক নীচের দুটি লিংক থেকে বাইবেলে নারীদের স্ট্যাটাসও এক নজরে দেখে নিতে পারেন। নারীদের প্রতি বাইবেলের 'অসীম লাভ' জেনে নিতে ভুলবেন না যেন।

http://www.atheistfoundation.org.au/womenbible.htm

http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible7.htm

কোরানে নারীদের বিরুদ্ধে যে এ্যালিগেশনগুলো তুলে ধরা হলো তার বেশী কিছু নেই বলেই জানি। পাঠক ... এই হচ্ছে কোরানে নারীদের 'করুণ' পরিণতি! এই হচ্ছে কোরানের 'টায়র‍্যানি'! নারীদের এক্কেবারে 'Paddy field' বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই না? কোরান নারীদের 'সেক্স টয়' ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারে নাইক্যা! ছি! ছি! ছি!

লোকজন নিজেরা একটু-আধটু মাথা না খাটিয়ে এখানে-সেখানে থেকে গোটা কয়েক টার্ম যেমন 'Beat', 'Tilth', 'Half inheritance', 'Two women witnesses', 'Illness', 'Four wives' ও 'Sex with captive girls' ম্যানেজ করে সেগুলোর সাথে 'মনের মাধুরি' মিশিয়ে কোরানকে নারী বিদ্বেষী বলে প্রচার করে যাচ্ছে! এই টায়র‍্যানির আবার কবে অবসান হবে কে জানে!

কিছু রোবট বলে থাকে, *'আমরা কয়েকটা পচা ডিম তুলনা করছি না। আমাদের কাছে সব ডিম-ই পচা।'* এরকম ব্রেনওয়াশ মার্কা মন্তব্যের আগে সবগুলো ডিম'কে পচা প্রমাণ করে দেখাতে হবে, অন্যথায় ব্রেনওয়াশ অথবা লজিক্যাল ফ্যালাসি ছাড়া আর কিছুই নহে! 'পচা'র একটি সংগা দ্বার করিয়ে নারীদের ইসু দিয়েই শুরু করুন না? তারপর একে একে অন্যান্য ইসুও না হয় দেখা যাবে।

কেহ কেহ আবার সেক্যুলার ল্য সেক্যুলার ল্য বলে চিৎকার-চেঁচামেচি করে। তাদের সেই সেক্যুলার ল্য প্রেজেন্ট করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। জনগণ দেখতে চায় নারীদের জন্য সেখানে কী এমন বেশী সুযোগ-সুবিধা, সম্মান ও নোবল-থট্স্ আছে। যদিও 'সেক্যুলার' শব্দের ইউনিভার্সাল কোন ডেফিনিশন আছে কি না জানা নেই, তথাপি প্রচলিত অর্থে কোরান নিজেই তো একটি সেক্যুলার (ধর্ম)গ্রন্থ। কিছু নমুনা দেখুন :

109.6: Unto you your religion, and unto me my religion. (*Religious freedom*)

2.256: Let there be NO compulsion in religion. (*Religious freedom*)

6.108: We have made alluring to each people its own doings. (*Free-thinking*)

57.27: There is NO Monasticism in Islam. (*'Secular' means 'non-Monastic' - Oxford Dictionary*)

2.213: Mankind is naught but a single nation. (*Universal Humanism*)

23.52: Verily this Brotherhood of yours is a single Brotherhood and I am your Lord and Cherisher. (*Universal Humanism*)

4.137: Those who believe, then disbelieve and then (again) believe, then disbelieve, and then increase in disbelief, GOD will never pardon them, nor will He guide them unto a way. (*Freedom of flip-flopping one's faith*)

22.17: Those who believe in the *Qur'an*, those who follow the *Jewish scriptures*, and the *Sabians*, *Christians*, *Magians*, and *Polytheists (idolaters)*,- God will judge between them on the Day of Judgment. (*Equality among ALL religious followers*)

2.136: Say: We believe in God and that which is revealed unto us and that which was revealed unto *Abraham*, and *Ishmael*, and *Isaac*, and *Jacob*, and the *tribes*, and that which *Moses* and *Jesus* received, and that which the prophets received from their Lord. *We make no distinction between any of them*. (*Equality among ALL Prophets*)

ইসলামের নামে কোরানের প্রতি ইন্‌সাল্‌ট্‌ !!!

(কালচার বা ব্যক্তিগত চয়েসের ক্ষেত্রে আলাদা)

কোরানের আলোকে এরকম ড্রেস-ই যথেষ্ঠ

(যদিও চুল ঢাকা বাধ্যতামূলক নহে)

বোরখা-হিজাবের উপর ইনফরমেটিভ একটি আর্টিকল পড়ে নিতে পারেন :

http://www.galaxydastak.com/cgi-bin/forum/webbbs_config.pl?read=314123119142107